বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

www.barc.gov.bd

মাঠ পর্যায়ে GAP প্রোটোকল ভেলিডেশন ট্রায়ালের ফলাফল অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. মোঃ আবদুছ ছালাম, সদস্য পরিচালক (শস্য) ও আহবায়ক GAP ইউনিট, বিএআরসি।
স্থান	:	সভাকক্ষ-২, বিএআরসি।
তারিখ	:	২৪ জুন ২০২৪
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক

মাঠ পর্যায়ে GAP Protocol ভেলিডেশন ফলাফল অবহিতকরণের নিমিত্ত গত ২৪ জুন ২০২৪ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় সভাকক্ষ-২, বিএআরসি, ঢাকায় ড. মোঃ আবদুছ ছালাম, সদস্য পরিচালক (শস্য) ও আহবায়ক GAP ইউনিট, বিএআরসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় । সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, গত অর্থবছরে PARTNER প্রকল্পের অর্থায়নে অনুমোদিত ০৮টি ফসলের ভেলিডেশন ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে যা GAP প্রোটোকল বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এতদসঙ্গে তিনি সার্বিক কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জগুলোকে সামনে রেখে পরবর্তী বছরের কার্যক্রম পরিচালনা এবং GAP validation ট্রায়ালের জন্য অভিজ্ঞ কৃষক নির্বাচনের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

২.০। অতঃপর তিনি আলোচ্যসুচি অনুযায়ী সভা পরিচালনার জন্য ড. যাকীয়াহ রহমান মনি, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পুষ্টি) ও সদস্য সচিব, GAP ইউনিট, বিএআরসিকে অনুরোধ জানান। ড. যাকীয়াহ GAP প্রোটোকল ভেলিডেশনের চূড়ান্ত ফলাফল অবহিতকরণের নিমিত্ত মনোনীত ৮ জন বিজ্ঞানীকে সভার সূচি অনুযায়ী উপস্থাপনের জন্য আহবান জানান।

৩.০। ড. একেএম কামরুজ্জামান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ, এইচআরসি, বিএআরআই, গাজীপুর, ড. মোঃ আব্দুল গোফফার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ, এইচআরসি, বিএআরআই, গাজীপুর, মোহাম্মদ রেজাউল করিম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ, এইচআরসি, বিএআরআই, গাজীপুর, ড. বাহাউদ্দিন আহমেদ, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ, এইচআরসি, বিএআরআই, গাজীপুর, ড. আশরাফুল আলম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ, এইচআরসি, বিএআরআই, গাজীপুর, ড. মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ, এইচআরসি, বিএআরআই, গাজীপুর, ড. মোঃ জিল্লুর রহমান প্রধান বৈজ্ঞানিক কমকর্তা, ফল বিভাগ, এইচআরসি, বিএআরআই, গাজীপুর, ও ড. মোঃ শরফ উদ্দিন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ, এইচআরসি, বিএআরআই, গাজীপুর তাদের জন্য নির্বাচিত ফসল যথাক্রমে বেগুন, বরবটি, পেয়ারা, পটল, কাঁচাপেঁপে, লাউ, কাঁঠাল ও আমের পর্যায়ক্রমে GAP ভেলিডেশন ট্রায়ালের চূড়ান্ত ফলাফল সভায় উপস্থাপন করেন।

৪.০। ড. মিয়া সাঈদ হাসান, GAP প্রোটোকল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রেনিং কনসালট্যান্ট, PARTNER প্রকল্প, এপিসিইউ-বিএআরসি বলেন, উচ্চ তাপমাত্রার কারণে বেগুন ও পটলের প্রাথমিক অবস্থা শুরুতে ভাল না হওয়ায় বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিদের মাঠ ভিজিট করানো সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ GAP এর কার্যক্রম নতুন এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ও কৃষকদের অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে বিধায় এখনই ১০০% সফলতা সম্ভব নয় বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। এছাড়াও ড. হাসান বলেন, কিছু কিছু উপস্থাপনায় বপন/রোপনের সময়কাল উপস্থাপিত হয়নি, কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন: Gap filling, yield data, disease/pest এর নাম এবং কি জাতীয় পেস্টিসাইড (Synthetic নাকি Biopesticide) ব্যবহার করা হয়েছে তা আলাদা আলাদাভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন ছিল যা কারিগরি রির্পোটে সংযোজনসহ রেকর্ড সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণা মাঠের সাথে যোগাযোগ আরও নিবিড় করার জন্য অনুরোধ জানান।

৫.০। ড. একেএম জিয়াউর রহমান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর বলেন বেগুনে কি পরিমাণ পোকার আক্রমণ হয়েছিল সেই তথ্য উপস্থাপিত হয়নি। এছাড়া বেগুন প্লটে Sticky Yellow Trap ও Sex Pheromone trap সঠিক পদ্ধতিতে স্থাপন করা হয়নি বিধায় পোকার আক্রমণ বেশি হয়ে থাকতে পারে।

৬.০। ড. ইকবাল ফারুক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর বলেন, রোগ এবং পোকার আক্রমণের কারণে কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে তা লিপিবদ্ধ করা এবং রেকর্ড সংগ্রহ করাসহ রোগ ও কীটতত্ত্ববিদ এর সাথে সাথে যোগাযোগ করা উচিত।

Salam

৭.০ । ড. মাহবুবা মুনমুন, ডিপিডি, PARTNER প্রকল্প ও টিম লিডার, DLI-1 ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা বলেন ভেলিডেশন ট্রায়ালে control plot রাখা জরুরি এতে উভয় প্লটে খরচের পার্থক্য জানা যাবে। ড. রহমান বলেন, বরবটিতে পেস্টিসাইড (সাকসেস) এর ডোজ বেশি হয়েছে এবং অটোস্টিনের ডোজ কম প্রয়োগ করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, একই সাথে MRL এর reference value এর সাথে প্রাপ্ত ফলাফলের তুলনামূলক তথ্য থাকতে হবে। ড. ছালাম বলেন যে, ভেলিডেশন ট্রায়ালের উৎপাদন খরচ বের করতে উক্ত জাতের ফলনের এর সাথে তুলনা করতে হবে। জনাব মুনিরা আক্তার, উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, GAP ইউনিট, ডিএই, ভেলিডেশন ট্রায়ালের ছবির মান এবং শ্রমিকেদের পোশাক পরিধান করে কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৮.০। জনাব মোহাম্মদ সফিউজ্জামান, উপপরিচালক (হর্টিকালচার উইং) আহবায়ক, GAP ইউনিট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন যেহেতু GAP validation ট্রায়ালে কৃষককে সকল ব্যয়ভার প্রকল্প হতে প্রদান করা হচ্ছে সেলক্ষ্যে প্রোটোকল অনুসরনে কোনরুপ শিথিলতা প্রদান না করে, যতদূর সম্ভব বাংলাদেশ GAP মানদন্ড অনুসরনের জন্য বিজ্ঞানীদের অনুরোধ জানান, সেইসাথে validation ট্রায়াল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তা আহবায়ক, GAP ইউনিট, ডিএই এবং টিমলিডার DLI-1 এর সাথে যোগাযোগেরও পরামর্শ প্রদান করেন।

৯.০ । ড. ইকবাল ফারুক বলেন, পটল বৃষ্টির পর রোপণ করতে হবে। সরিষার খৈল ব্যবহার করতে হলে চারা লাগানোর কমপক্ষে ৩ সপ্তাহ পূর্বে ভালভাবে পচিয়ে মাটির সাথে ব্যবহার করতে হবে। বিকল্প হিসেবে রাগবি ১০ জি ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০.০। অতঃপর সভায় অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে উন্মুক্ত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমুহ গৃহীত হয়-

১০.১। আগামী ২০/০৮/২০২৪ তারিখের মধ্যে স্ব স্ব বিজ্ঞানী কর্তৃক GAP validation ট্রায়ালের কারিগরি রিপোর্ট সরবরাহকৃত ফরমেট অনুযায়ী GAP ইউনিট, বিএআরসি বরাবর প্রেরণ।

১০.২। GAP প্রোটোকলে উল্লেখিত WHO এবং CODEX অনুসরণে Insecticide এবং Pesticide তালিকা (MRL Value) সহ উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ এবং কীটতত্ত্ববিদ কর্তৃক GAP ইউনিট, বিএআরসি বরাবর প্রেরণ।

১০.৩। মাঠ পর্যায়ে DAE সংক্রান্ত উদ্ভুত যেকোনো সমস্যায় আহবায়ক, GAP ইউনিট, ডিএই এবং টিমলিডার DLI-1 এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

১০.৪ । রেকর্ড সংরক্ষণের ওপর আরো গুরুত্বারোপ করতে হবে।

১০.৫ । পরবর্তী ভেলিডেশন ট্রায়াল বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কৃষক নির্বাচন।

১০.৬ । ভেলিডেশন ট্রায়াল বাস্তবায়নে GAP প্রোটোকল অনুসরণে কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন না করা।

১০.৭ । সরিষার খৈল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে চারা লাগানোর কমপক্ষ্য ৩ সপ্তাহ পূর্বে সাথে ভালভাবে পচিয়ে তা জমিতে ব্যবহার করতে হবে অথবা বিকল্প হিসেবে রাগবি ১০ জি ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

Salam ৩০/০৬/২০২৪

ড. মোঃ আবদুছ ছালাম
সদস্য পরিচালক (শস্য)
ও
আহবায়ক (GAP ইউনিট), বিএআরসি।